



34869 - মসজিদে হারামে প্রবেশের সময় যে ভুলগুলো ঘটে থাকে

প্রশ্ন

আমরা দেখি, কছু কছু ইহরামকারী মসজিদে হারামে প্রবেশে করার সময় এমন কছু দোয়া পড়ে থাকেন যে দোয়াগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়নি। তাছাড়া তারা নরিদ্বিট একটা গটে দিয়ে প্রবেশে করা আবশ্যিক মনে করেন। এ আমলটা কিসঠকি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এগুলো এমন কছু ভুল মসজিদে হারাম প্রবেশে করার ক্ষেত্রে যে ভুলগুলো ঘটে থাকে। এ ভুলগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নমিনরূপ:

এক:

কছু কছু মানুষ ধারণা করে যে, হজ্জ বা উমরা পালনচ্ছে ব্য়ক্তকি মসজিদে হারামে নরিদ্বিট একটা গটে দিয়ে প্রবেশে করতে হবে। উদাহরণতঃ কটে কটে মনে করে— সে যদি উমরা পালনচ্ছে হয় তাকে অবশ্যই যে গটকে 'বাবুল উমরা' (উমরা গটে) বলা হয় সে গটে দিয়ে প্রবেশে করতে হবে, তাকে অবশ্যই এটা করতে হবে কহিবা এটা শরিয়তের বিধান। অপর একদল আছেন যারা মনে করেন তাকে অবশ্যই 'বাবুস সালাম' (সালাম গটে) দিয়ে প্রবেশে করতে হবে, অন্য গটে দিয়ে প্রবেশে করা গুনাহ কহিবা মাকরুহ। এ ধারণার কোন ভিত্তি নাই। বরং হজ্জ ও উমরা পালনচ্ছে ব্য়ক্ত যি কোন গটে দিয়ে প্রবেশে করতে পারেন। যখন সে মসজিদে প্রবেশে করবে তখন ডান পা এগিয়ে দবি এবং সকল মসজিদে প্রবেশে করার সময় যে দোয়া পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে সে দোয়াটি পড়বে। তথা সে ব্য়ক্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পড়বে এবং বলবে:

اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك

অনুবাদ: "হে আল্লাহ্ আমার গুনাহগুলো মাফ করে দনি এবং আমার জন্ম আপনার রহমতের দরজাগুলো খুলে দনি।"[সহি মুসলমি (৭১৩)]

দুই:



কছি কছি মানুষ মসজিদে প্রবশে করার সময় এবং কাবাগৃহ দেখার সময় নরিদষ্টিট কছি দয়ো পড়ে বদিত করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়নি এমন কছি দয়ো দিয়ে সেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দয়ো করে। এটা বদিতী কর্ম। কেননা যে কথা, কাজ কিংবা বিশ্বাস এর ওপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গ ছিলেন না সটো দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করা বদিত ও পথভ্রষ্টতা। এর থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করছেন।

তনি:

হাজী ছাড়া অন্য কছি মানুষও ভুল করেন। কছি কছি ফকিহবিদি আলমেরে উক্তি "মসজিদে হারামেরে সুননত হচ্ছ- তাওয়াফ" এর ভিত্তিতে তারা বিশ্বাস করেন যে, মসজিদে হারামেরে তাহয়্যা (সম্ভাষণ) হচ্ছ- তাওয়াফ আদায় করা। অর্থাৎ যে ব্যক্তিই মসজিদে হারামে প্রবশে করবে তার জন্য তাওয়াফ করা সুননত। অথচ প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি এমন নয়। বরং এক্ষেত্রে মসজিদে হারামও অন্য সকল মসজিদে ন্যায়; যে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যখন তোমাদের কটে মসজিদে প্রবশে করে তখন সে যেনে দুই রাকাত নামায না-পড়ে না-বসে"। [সহি বুখারী (৪৪৪) ও সহি মুসলিম (৭১৪)]

কিন্তু, আপনি যদি তাওয়াফ করার উদ্দেশ্যে মসজিদে হারামে প্রবশে করেন সটো হজ্জ-উমরার তাওয়াফ হোক কিংবা হজ্জ-উমরা ছাড়া অন্য সাধারণ নফল তাওয়াফ হোক সক্ষেত্রে আপনি দুই রাকাত নামায না পড়ে তাওয়াফ করাই যথেষ্ট। এটাই হচ্ছ আমাদের উক্তির মর্ম: "মসজিদে হারামেরে তাহয়্যা (সম্ভাষণ) হচ্ছ- তাওয়াফ"। অতএব, আপনি যদি তাওয়াফেরে নিয়ত ব্যতীত অন্য নিয়তে মসজিদে প্রবশে করেন যমেন- নামাযেরে জন্য অপেক্ষা, কিংবা কোন দারসে হায়রি হওয়া কিংবা অনুরূপ অন্য কোন নিয়তে সক্ষেত্রে মসজিদে হারাম অন্য যে কোন মসজিদে মত; আপনি বসার আগে দুই রাকাত নামায পড়বেন; এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে নরিদশে থাকার কারণে।"